প্রশ্ন ১। জমিদারি উঠে যাবার পর প্রভঞ্জন কিভাবে জমি দখলে রাখেন?

☞ জমিদারি উঠে যাবার পরও নিজের জমি খণ্ড খণ্ডকরে বেনামীতে দখলে রাখেন প্রভঞ্জন।

প্রশ্ন ২। প্রভঞ্জনের লেঠেলদের নাম কী?

☞ প্রভঞ্জনের লেঠেলদের নাম রংকু, ভীমা, সাটোর।

প্রশ্ন ৩। 'দেবীগর্জন'র সংলাপে কোন্ ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে?

☞ 'দেবীগর্জন'র সংলাপে পশ্চিম বীরভূমের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, যা ঝাড়খণ্ডী উপভাষার কাছাকাছি।

প্রশ্ন ৪। "আমার বাপ তো আধিয়ার প্রজা!"—আধিয়ার প্রজা কাদের বলে?

☞ উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক পাওনা শর্তে যে প্রজারা বড়লোক, জোত্দারের জমি চাষ করে, তাদের বলে আধিয়ার।

প্রশ্ন ৫। আধিয়ারদের ভাগের ফসল প্রভঞ্জন কিভাবে আত্মসাৎ করতেন?

☞ আধিয়ারদের ভাগের ফসল ঋণের সুদ হিসেবে, খোলান চাছানি হিসেবে, খামার খরচ হিসেবে, গোলামুছুনি হিসেবে, অর্থাৎ নানা অজুহাত দেখিয়ে কেটে নিত এবং সেগুলো আত্মসাৎ করত।

প্রশ্ন ৬। ধনাই তার ভাগের সাড়ে বারো মণ ধানের জায়গায় ক'মণ ধান পেয়েছে?

☞ ধনাই তার ভাগের সাড়ে বারো মণ ধানের জায়গায় পেয়েছে মাত্র এক মণ দশ পালি। প্রায় সবটাই তার নানা খাতে কাটান গিয়েছে।

প্রশ্ন ৭। 'খোলান' শব্দের অর্থ কী?

☞ 'খোলান' শব্দের অর্থ খামার বাড়ির যেখান শস্য ঝাড়াই বাছাই হয়।

প্রশ্ন ৮। "ভাগান ভাগান কাটান, ইটাসিটা বারবরদারি, তার উপর বে-আইনি চড়া সুদ...."—কথাটার অর্থ কী?

☞ "ভাগান ভাগান কাটান....." ইতাদি কথাটার অর্থ ঃ ভাগের ভাগ কাটল, এটা-সেটা বিভিন্ন খাতে গেল, তার উপর বে-আইনি সুদ নেওয়া। 'বারবরদারি' কথার অর্থ — বিবিধখাতে।

প্রশ্ন ৯। প্রভঞ্জনের কাজের প্রতিবাদ করায় মংলার কী দশা হয়?

☞ প্রভঞ্জনের কাজের প্রতিবাদ করায় প্রভঞ্জনের নির্দেশে তাঁর লাঠিয়ালরা মংলার মাথা ফাটিয়ে দেয়।

প্রশ্ন ১০। "আরে মেড়াটা, কহি মনটাক করতা করি দে।"—'মেড়া' ও 'করতা' শব্দ দুটির অর্থ কী?

☞ 'মেড়া' শব্দের অর্থ ভেড়াদের দলপতি, ভেড়ার মতো বোকা মানুষ।

'করতা' শব্দের অর্থ, মাপের সময় বাটখারার পরিবর্তে সমান ওজনের বস্তু বা দ্রব্য ব্যবহার।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ১১। ছেলের সাদি দেবার জন্য সর্দার কিভাবে টাকার জোগাড় করে?

☞ ছেলের সাদি দেবার জন্য সর্দার টিপছাপ দিয়ে প্রভঞ্জনের কাছ থেকে ঋণ নেয়।

প্রশ্ন ১২। মংলার বিয়ের দিনে কে কে ধান খেলায় মেতেছিল?

☞ মংলার বিয়ের দিনে লেদুয়া আর গিরি—ই বেহাই-বেয়ান ধান খেলায় মেতেছিল।

প্রশ্ন ১৩। মংলা নববধূকে কিসের গল্প শুনিয়েছিল?

☞ মংলা নববধূকে ডাহুক-ডাহুকী আর পক্ষীরাজ-রাজকন্যার গল্প শুনিয়েছিল।

প্রশ্ন ১৪। প্রভঞ্জন কিভাবে সর্দারকে সর্বহারা করেন?

☞ ছেলের সাদির জন্য টিপছাপ নিয়ে প্রভঞ্জন সর্দারকে ঋণ দেন, সেই টিপ ছাপের জোরেই মিথ্যা খত লিখে সর্দারের জমি, ভিটে — সব নীলাম করিয়ে নেন।

প্রশ্ন ১৫। জমি-ভিটে নীলাম হবার দায় গিরি কার উপর দিয়েছে?

☞ জমি-ভিটে নীলাম হওয়ায় গিরি সদ্য আগত বধূ রত্নাকে দোষী করেছে।

প্রশ্ন ১৬। মংলার বিয়েতে বিশিষ্ট নিমন্ত্রিত ছিলেন কারা?

☞ মংলার বিয়েতে বিশিষ্ট নিমন্ত্রিত ছিলেন ত্রিভুবন, দশরথ।

প্রশ্ন ১৭। জমি নীলাম হয়ে যাবার পর সর্দার কোন্ জীবিকা গ্রহণ করে?

☞ জমি নীলাম হয়ে যাবার পর সর্দার বাঁশের ঝুড়ি-ঝাঁপি বোনার কাজ করতে থাকে।

প্রশ্ন ১৮। জমি নীলাম হবার পর অর্থের প্রয়োজনে রত্না কী কাজ করতে থাকে?

☞ অর্থের প্রয়োজনে রত্না প্রথমে সর্দারের কাছে শিখে ঝুড়ি-ঝাঁপি বুনতে থাকে, পরে প্রভঞ্জনের খোলানে কাজ করতে যায়।

প্রশ্ন ১৯। খোলানে মেয়ে কামিনরা কাজ করতে করতে কোন্ গানটা গাইছিল?

☞ খোলানে মেয়ে কামিনরা গাইছিল—

"গুণের ননদ ময়না
নিশাকালে শিয়াল ডাকে
ঘরেতে মন রয়না।" ..... এই গানটা।

প্রশ্ন ২০। "আর নয়তো চলি যাব পাতাল ঘর!" — বক্তাকে? পাতাল ঘর বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

☞ ".....চলি যাব পাতাল ঘর!"— এখানে বক্তা মংলা। সে পাতালঘর বলতে কয়লা খাদকে বুঝিয়েছে।

প্রশ্ন ২১। "ভর পেটার কাছে খালি পেটার কথা"—কার উক্তি? 'ভরপেটা' আর 'খালিপেটা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

☞ 'ভরপেটার কাছে খালি পেটা....." — সর্দারের উক্তি। এখানে ভরপেটা, অর্থাৎ ধনী বলা হয়েছে ত্রিভুবনকে , আর খালিপেটা, অর্থাৎ নিঃস্ব বলেছে নিজেকে।

প্রশ্ন ২২। "এমন মেয়ে যার খোলান তার গোলায় লক্ষ্মী বাঁধা।"—কার কথা? মেয়েটি কে?

☞ "এমন মেয়ে যার খোলান ....." কথাটি প্রভঞ্জনের। মেয়েটি মংলার বৌ রত্না।

প্রশ্ন ২৩। ত্রিভুবন রত্নার প্রতি প্রভঞ্জনের কুদৃষ্টি এবং কুমতলব জেনেও প্রশ্রয় দিয়েছে কেন?

☞ ত্রিভুবন প্রভঞ্জনকে প্রশ্রয় দিয়েছে, কারণ সে যা চায় তা পেয়েছে; ভালো খাবার আর টাকা। তবে সাবধানও করেছে।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ২৪। 'ইটা সিটা পৃথক কথা। ইখানে আমি অনাসক্ত।" — কে কাকে বলেছে? বক্তা কোন্ ব্যাপারে অনাসক্ত বলে দাবি করেছে?

☞ 'ইটা সিটা পৃথক কথা।.....' কথাটা প্রভঞ্জন ত্রিভুবনকে বলেছে। সে সর্দারের পুত্রবধূ রত্নার ব্যাপারে অনাসক্ত বলে দাবি করেছে।

প্রশ্ন ২৫। "আমিই রাজা, আমারই নীতি — ইটাই রাজনীতি।" বক্তা কে? কথাটার মধ্যে দিয়ে বক্তার চরিত্রের কোন দিকটা প্রকাশ পাচ্ছে?

☞ "আমিই রাজা আমারই নীতি....." কথাটার বক্তা প্রভঞ্জন। কথাটার মধ্যে দিয়ে প্রভঞ্জনের অহংকার প্রকাশ পেয়েছে।

প্রশ্ন ২৬। রত্না ঘরে ফেরেনি কেন?

☞ প্রভঞ্জনের লাঠিয়ালরা রত্নাকে তুলে নিয়ে গিয়ে প্রভঞ্জনের গোপন কক্ষে আটক করায় রত্না ঘরে ফিরতে পারে নি।

প্রশ্ন ২৭। গিরি মংলার পাঠানো টাকা নিয়ে খুশি হয় নি কেন?

☞ মংলা নিজের বউকে উদ্ধার করতে পারে নি বলে গিরি মংলার উপর ক্ষিপ্ত ছিল, সেজন্যই তার টাকা পেয়েও খুশি হয় নি।

প্রশ্ন ২৮। "হুঁ বাঘ। আমি নিজের কানে তার হাকাড় শুনেছি।" — কে বলেছে? বাঘ বলতে সে কী বোঝাতে চেয়েছে?

☞ "হুঁ বাঘ। আমি নিজের কানে....." কথাটি বলেছে সর্দার। সে এখানে বাঘ বলতে নারীমাংস লোলুপ পুরুষ প্রভঞ্জনকেই বোঝাতে চেয়েছে।

প্রশ্ন ২৯। মংলা কবে কোথায় জমায়েত হবার কথা বলেছে। সেই জমায়েতে মংলা কিভাবে উপস্থিত থাকবে বলেছে?

☞ মংলা শনিবার হাটবার দেবীতলায় জমায়েত হবার কথা বলেছে। সেখানে মংলা বহুরূপী সেজে থাকবে বলেছে।

প্রশ্ন ৩০। ত্রিভুবনের বক্তৃতায় সমাজ আর সমাজের মানুষকে কিসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?

☞ ত্রিভুবনের বক্তৃতায় সমাজকে বলা হয়েছে গাছ, আর সমাজের মানুষকে বলা হয়েছে পাতা।

প্রশ্ন ৩১। প্রভঞ্জন রত্নাকে বশ করতে কোন্ কোন্ চেষ্টা করেছে?

☞ প্রভঞ্জন রত্নাকে বশ করতে প্রথমে সুরের মায়াজাল বিস্তার করেছে, তারপর অলংকার পরাতে চেয়েছে, শেষে মূল্যবান প্রসাধনসামগ্রীও দিতে চেয়েছে। কিন্তু রত্না কিছুতে ভোলে নি।

প্রশ্ন ৩২। 'টাঙিটাক সাথই আনছিলাম — এখন আঁইজ্ঞাটা হইলেই হয়'— কথাটা কার? কোন্ আজ্ঞার প্রত্যাশায় ছিল সে?

☞ টাঙিটাক সাথই আনছিলাম — ....." কথাটা ঘুগ্‌র‍্যার। সে শয়তান প্রভঞ্জনের মুণ্ডচ্ছেদের আজ্ঞার প্রত্যাশায় ছিল।

প্রশ্ন ৩৩। "তাদের খোরাকি বাবদ ধর্মগোলার ধান এখনই বাঁট করি দিয়া হউক।" — প্রস্তাবটি কার? ধর্মগোলা কী?

☞ ধর্মগোলার ধান বন্টন করে দেবার প্রস্তাব মংলার। ধর্মগোলা হ'ল সেই শস্য ভাণ্ডার, সেখানে সকলে নিজেদের উৎপন্ন শস্যের একটা অংশ ধর্মকর্মের উদ্দেশ্যে দান করে।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ৩৪। "কোন্ বুলে, কোন্ করে, কোন্ বাঁচায়....." বক্তা কে? সে উক্তিটির মাধ্যমে কী বলতে চেয়েছে?

☞ "কোন্ বুলে, কোন্ করে....." উক্তিটির বক্তা গিরি। সে বলতে চেয়েছে, একজন প্রতিবাদী মানুষ চাই, যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলবে, প্রতিবাদ করবে, অসহায় মানুষকে বাঁচাবে।

প্রশ্ন ৩৫। রত্না মংলাকে মাঠ থেকে কী ফুল আনতে বলেছিল? মংলা কোন্ ফুল এনে দেবে বলেছিল?

☞ রত্না মংলাকে আনতে বলেছিল ভাঁটফুল। মংলা এনে দেবে বলেছিল লাল শালুক ফুল।

প্রশ্ন ৩৬। ত্রিভুবন রত্নাকে প্রশংসা করে কী বলেছিল?

☞ ত্রিভুবন রত্নাকে প্রশংসা করে বলেছিল, 'টুক্চা বউ, সুন্দর বউ, খাসা বউ!"

প্রশ্ন ৩৭। প্রভঞ্জন রত্নাকে তোয়াজ করে কী বলেছিল?

☞ প্রভঞ্জন রত্নাকে তোয়াজ করতে গিয়ে বলেছিল, "সোনা মেয়ে .... খাসা মেয়ে ...সুন্দর মেয়ে, টুক্চা মেয়ে.....।"

প্রশ্ন ৩৮। 'গুল দিছে', 'মিথ্যা বুলছে।'— কার কথা শুনে কে একথা বলেছে?

☞ থানাতলা পঞ্চায়েত সভায় ত্রিভুবনের বক্তৃতা শুনে কিছু মানুষ বিরক্ত হয়ে একথা বলে।

প্রশ্ন ৩৯। কৃষকেরা কোন্ কোন্ অস্ত্র নিয়ে প্রভঞ্জনের ধর্মগোলা অবরোধ করে?

☞ কৃষকেরা টাঙি, বল্লম, রামদা, কুঠার—এইসব অস্ত্র নিয়ে ধর্মগোলা অবরোধ করে।

প্রশ্ন ৪০। প্রভঞ্জন নিধনের সময় পশ্চাতে কোন চালচিত্র দেখানো হয়?

☞ প্রভঞ্জন নিধনের সময় পশ্চাতে মহিষাসুর বধের চালচিত্র দেখানো হয়।

Scanned with CamScanner